অবসর বার্তা

অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতির ত্রৈমাসিক মুখপত্র

পঞ্চম বর্ষ ॥ তৃতীয় সংখ্যা (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৮) ॥ --- অক্টোবর, ২০১৮ ॥ -- শ্রাবণ ১৪২৫ ॥ -- জিলক্বদ ১৪৩৯ ॥ সোমবার

শতভাগ পেনশন সমর্পণকারীদের পুনরায় পেনশন প্রদান সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন

অবসরপ্রাপ্ত যেসব সরকারী চাকরিজীবী শতভাগ পেনশন উত্তোলন করেছেন তাদের পুনরায় পেনশন প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এক্ষেত্রে যাদের অবসরের বয়স ১৫ বছর কেটেছে, তারাই এ সুবিধা ভোগ করতে পারবেন। সম্প্রতি অর্থ মন্ত্রণালয় এ সম্পর্কে একটি প্রজ্ঞাপন জারী করছে। প্রজ্ঞাপনটি হুবুহু নিম্নে দেয়া হলো ঃ

৭-এর পাতায় দেখুন

কার্যনির্বাহী কমিটির সভা

বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতির ২০১৮-১৯ মেয়াদের কার্যনির্বাহী কমিটির ৩য় সভা ৩০ আগস্ট, ২০১৮ তারিখে সমিতির সভাপতি জনাব আব্দুল্লাহ হারুন পাশার সভাপতিত্বে অবসর ভবনের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ২৭ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি উপস্থিত সকলকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে আলোচ্যসূচী অনুযায়ী সভার কার্যক্রম শুরু করেন। বিগত কার্যনির্বাহী কমিটির সভার পর যে সকল সদস্যের ইন্তেকালের সংবাদ পাওয়া গিয়েছে তাঁদের নাম সভায় পাঠ করে শুনান পরিচালক (প্রশাসন) জনাব মোঃ ফজলে ইলাহী। অতঃপর তাঁদের ও জানা অজানা সকল পরলোকগত সদস্যদের আত্মার মাগফেরাত ও শান্তি কামনা করে সমিতির কোষাধ্যক্ষ জনাব এ কে শামসুল হক মোনাজাত পরিচালনা করেন। সভায় সভাপতির আহ্বানক্রমে বিভাগীয় প্রতিনিধিগণ তাদের নিজ নিজ পরিচিতি প্রদান করেন। বিগত ৭ জুন, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটির সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সভাপতি উপস্থিত সদস্যদের মতামত আহ্বান করলে কার্যবিবরণীটি সামান্য সংশোধনীর জন্য মত দেন সদস্যগণ। বিগত

২-এর পাতায় দেখুন

সমিতির পক্ষ থেকে জাতীয় শোক দিবস পালন

বিগত ১৫ আগস্ট, ২০১৮ তারিখে বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতির সভাপতির নেতৃত্বে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। পুষ্পস্তবক অর্পণ অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটির সহ-সভাপতিদ্বয় জনাব মোঃ আব্দুল মান্নান ও জনাব ইকরাম আহমেদ, মহাসচিব জনাব মোঃ আবদুল কাইউম ঠাকুর, যুগ্ম-মহাসচিব জনাব মোঃ আনিসুজ্জামান এবং সদস্য জনাব এম মিজানুর রহমান ও জনাব খান এম ইব্রাহীম হোসেন এবং সমিতির কর্মচারীবৃন্দ।

ঈদ-উল-আযহা

মুসলমানদের সবচেয়ে বড় দু'টো ধর্মীয় উৎসবের দ্বিতীয়টি হচ্ছে পবিত্র ঈদ-উল-আযহা। উৎসবটি সারাদেশে যথাযোগ্য মর্যাদায় ধর্মীয় ভাব গম্ভীর পরিবেশে ও ব্যাপক উৎসব উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ২২ আগস্ট, ২০১৮ খ্রিঃ তারিখে উদযাপিত হয়েছে। এই উৎসবকে ঈদুজ্জোহাও বলা হয়। ঈদুল আযহা মূলত আবরী বাক্যাংশ। এর অর্থ হলো 'ত্যাগের উৎসব'। এই উৎসবের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো ত্যাগ করা। মুসলমানরা এই দিনে ফজরের নামাজ পড়ে ঈদগাহে গিয়ে দুই রাক্কাত ওয়াজিব নামাজ আদায় করেন ও পশু কোরবাণী করেন। বিশ্বের মুসলিম সম্প্রদায় এই দিনটি অত্যন্ত মর্যাদার সঙ্গে পালন করে থাকে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতির সকল সদস্য ও শুভেনাধ্যয়ীদের পবিত্র ঈদ-উল-আযহার শুভেচ্ছা "ঈদ মোবারক"।

সম্পাদকীয়

অবসর সমিতির ২০১৮ সালের জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়কালীন ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'অবসর বার্তা' প্রকাশ করা হলো। আপনারা ইতোমধ্যে অবগত হয়েছেন যে সদাশয় সরকার যে সকল সরকারী কর্মচারী অবসরকালীন সময়ে তাদের পূর্ণ পেনশন সমর্পণ করেছেন তাদের মধ্যে যাদের অবসরের বয়স ১৫ বছর পূর্ণ হয়েছে তাদেরকে পুনরায় পেনশন দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এজন্য সরকারের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ এবং আমরা সরকারকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এর ফলে আমরা উপকৃত হয়েছি, সন্দেহ নেই। তবে যাদের অবসরের বয়স ১০/১২ বছর হয়েছে তাদের ক্ষেত্রেও পুনরায় পেনশন দেবার সিদ্ধান্ত নিলে অবসরপ্রাপ্তদের অনেক বেশী সংখ্যাক সদস্য এ উপকার প্রাপ্তির সুযোগ পেতেন। কারণ যারা পূর্ণ পেনশন সমর্পণ করেছেন তাদের বেশীর ভাগ লোকই অর্থ কষ্টে দিনযাপন করছেন। একটি হিসাবে দেখা যায় যে, যে টাকা তারা তুলে নিয়েছেন তা ৮ বছর ৪ মাসেই শোধ হয়ে যায়। অনেকেরই ছেলে মেয়েরা ভালভাবে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেন নি। তাছাড়া বার্ধক্যজনিত অসুখ তো লেগেই আছে। যে টাকা চিকিৎসা ভাতা হিসাবে মাসে দেয়া হয় তা এতই অপ্রতুল যে তা দিয়ে মাসের ১০ দিনেরও ঔষধ কেনা যায় না। আর্থিক অভাবের কারনে তারা বাজারে যেতে ভয় পান। ফলে পরিবারেও তারা অনেকটা অপাংতেয় হয়ে পড়েছেন। তারা জীবনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন।

এই সব নানাবিধ কারণে আমরা যাদের অবসরের বয়স কমপক্ষে ১২ বছর হয়েছে তাদেরও পুনরায় পেনশন প্রাপ্তির সুযোগের আওতায় আনার জন্য সদাশয় সরকারের কাছে আকুল আবেদন জানাই। আমরা অবসরপ্রাপ্ত সকল দস্যদের মঙ্গল কামনা করি।

কার্যনির্বাহী কমিটির সভা

১ এর পাতার পর

কার্যবিবরণীটির আলোচ্যসূচী-৪ অনুচ্ছেদের পঞ্চম লাইনের উপ-কমিটির সভায় সদস্যদের ''দাবীর মুখে'' শব্দ দু'টির পরিবর্তে সদস্যদের ''সুপারিশের প্রেক্ষিতে'' শব্দ দু'টি প্রতিস্থাপিত করে সংশোধনী সাপেক্ষ কার্যবিবরণীটি নিশ্চিতকরণ করা হয়।

পরবর্তীতে সভাপতির নির্দেশক্রমে সমিতির পরিচালক (প্রশাসন) বিগত সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন পরিস্থিতি নিম্নোক্তভাবে সভায় উপস্থাপন করেন ঃ

১) প্রয়াত সদস্যগণের পরিবারের নিকট শোক প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।

২) পেনশনারদের বিভিন্ন ন্যায্য দাবী-দাওয়া পূরণের লক্ষ্যে মাননীয় অর্থ সচিবের সাথে বিগত ২৭ জুন, ২০১৮ তারিখ সমিতির মহাসচিবের নেতৃত্বে ৫ সদস্যদের একটি প্রতিনিধি দল তাঁর মন্ত্রণালয়ের কার্যালয়ে সাক্ষাৎপূর্বক সমিতির দাবী-দাওয়াসমূহ পুনরায় উপস্থাপন করা হয়েছে।

৩) সমিতির বার্ষিক স্বাস্থ্য পরীক্ষায় HBAIC ও PSA পরীক্ষা অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

৪) সমিতির চিকিৎসা কেন্দ্রের নাক,কান, গলা ও ফিজিক্যাল মেডিসিন বিভাগের চিকিৎসকের ৫০/- টাকা ফি ০১ জুলাই, ২০১৮ হতে রহিত করা হয়েছে।

৫) সমিতির চিকিৎসাকেন্দ্রে একজন নেফ্রোলজি ও একজন ইউরোলজি চিকিৎসক নিয়োগের লক্ষ্যে অর্গানোগ্রামে উক্ত দু'জন চিকিৎসকের পদ অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

৬) সমিতির কল্যাণ কার্যক্রমের আওতায় ২ কিস্তিতে শিক্ষাবৃত্তি খাতে সর্বমোট ১৩৩৫ জনকে ৬৪,৪১,৯০০/- (চৌষট্টি লক্ষ একচল্লিশ হাজার নয়শত) টাকা, এককালীন অনুদান খাতে ৩২২৩ জনকে ৬৪,৩৪,৭০০/- (চৌষট্টি লক্ষ চৌত্রিশ হাজার সাতশত) টাকা এবং জরুরী চিকিৎসা/কন্যার বিবাহ/প্রাকৃতিক দুর্যোগ খাতে ১১৬৪ জনকে ৫৫,৭৬,৪২৫/- (পঞ্চান্ন লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার চারশত পঁচিশ) টাকা বিতরণ করা হয়েছে। অর্থাৎ ৫৮টি জেলা শাখা সমিতি ও কেন্দ্রীয় সমিতিসহ সর্বমোট ৫৭২২ জনকে কল্যাণ খাত হতে টাঃ১,৮৪,৫৩,০২৫/- (এক কোটি চুরাশি লক্ষ তিপান্ন হাজার পঁচিশ) টাকা বিতরণ করা হয়েছে। বিষয়টি ভূতাপেক্ষ অনুমোদনের জন্য অদ্যকার সভার আলোচ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৭) সমিতির ২০১৮ ও ২০১৯ মেয়াদের কার্যনির্বাহী কমিটিতে গঠনতন্ত্রের বিধান মোতাবেক ৮ বিভাগ হতে ১০ জন বিভাগীয় প্রতিনিধি সহযোজন করায় তাদেরকে অন্তর্ভুক্তির বিষয় অবহিত করা হয়েছে এবং অদ্যকার সভায় তাদেরকে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

৮) সময়ের চাহিদা মোতাবেক সমিতির চাকরিবিধি, নিয়োগবিধি ও অর্গানোগ্রাম পুনর্বিন্যাস করার লক্ষ্যে নিয়োগ, বেতন ও বিধি উপ-কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। নিয়োগ,বেতন ও বিধি উপ-কমিটি এতদসংক্রান্ত বিষয়ে কাজ করে যাচ্ছে।

৯) সমিতির ওয়েবসাইট খোলার লক্ষ্যে একটি প্রতিষ্ঠান ৮,০০০/- (আট হাজার) টাকায় ওয়েবসাইট প্রস্তুত এবং বার্ষিক নবায়ন ফি ২,৯০০/- (দুই হাজার নয়শত) টাকা ধার্য্যের প্রস্তাব করার প্রেক্ষিতে বিগত কার্যনির্বাহী সভায় উক্ত অর্থে ওয়েব সাইট খোলার অনুমোদন দেয়া হয়েছিল। কিন্তু প্রাথমিক ডোমিনী প্রস্তুত করার জন্য প্রতিষ্ঠানটিকে প্রদত্ত ঠিকানায় খুঁজে পাওয়া যায়নি। এতদপ্রেক্ষিতে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান যাচাই-বাছাই করে এক্স, ওয়াই, জেড আইটি সলিউশন প্রতিষ্ঠান ভ্যাট ও আয়করসহ ওয়েবসাইট প্রস্তুতের জন্য ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা ও পরবর্তী বছর হতে বার্ষিক নবায়ন ফি ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা প্রদানের শর্তে প্রাথমিক ডোমনী প্রস্তুত করতে সম্মত হওয়ায় প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে খসড়া ডোমনী প্রস্তুত করার কাজ শুরু হয়েছে। এমতাবস্থায় বর্ণিত অর্থে ওয়েবসাইট খোলার বিষয়টি অনুমোদনের জন্য অদ্যকার সভার আলোচ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

১০) সমিতির পুরাতন ভবনে বিদ্যমান ২০০ কে.ভি পোল মাউন্টেড ট্রান্সফরমার এর পরিবর্তে একটি নতুন ট্রান্সফরমার স্থাপনের লক্ষ্যে উন্নয়ন উপ-কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতদসংক্রান্ত বিষয়ে উন্নয়ন কমিটি কর্তৃক গঠিত অনু-কমিটি একটি প্রতিবেদন দাখিল করেছে। প্রতিবেদনটি পুনরায় উন্নয়ন উপ-কমিটিতে উপস্থাপন করতে হবে। এ ব্যাপারে এখনও কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি।

১১) বিগত সভায় অনুমোদিত আবেদনকারীদের সদস্যভুক্তি সংক্রান্ত বিষয়টি অবহিত করা

কার্যনির্বাহী কমিটির সভা

হয়েছে। ইতোমধ্যে অনেকেই সমিতির সদস্যভুক্ত হয়েছেন।

সভায় উল্লেখ করা হয় যে, বিগত কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক এখনও কেন্দ্রীয় সমিতির এককালীন জরুরী চিকিৎসা অনুদান প্রদানের জন্য কোন নীতিমালা তৈরী করা হয়নি। যথাশীঘ্র সম্ভব নবগঠিত কল্যাণ উপ-কমিটির মাধ্যমে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করে কার্যনির্বাহী কমিটিতে উপস্থাপন করা হবে মর্মে অবহিত করা হয়।

লাইব্রেরী উপ-কমিটির ০৩ জুন, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ অনুমোদন করা হয় ঃ

(ক) ২০১৮ সালের বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে অব্যয়িত ১,১৫,০০০/-(এক লক্ষ পনের হাজার) টাকা দ্বারা বই পত্র ক্রয়ের জন্য অধ্যাপক মোঃ মোশাররফ হোসেন চৌধুরীকে আহ্বায়ক এবং জনাব শেখ খুরশীদ আলম, অধ্যাপক মোঃ মুতিয়ূর রহমান, অধ্যাপক মুহাম্মদ শফিউল আলম এবং জনাব এস. এম. কামরুজ্জামান (পরিচালক কার্যক্রম) কে সদস্য করে গঠিত অনু-কমিটিকে অনুমোদন করা হয়:

(খ) পাঠক সদস্যদের সুবিধার্থে লাইব্রেরী কক্ষে আরও একটি টেবিল স্থাপন;

(গ) পাঠক সদস্যদের উপস্থিতি বৃদ্ধির কারণে লাইব্রেরী কক্ষে আরও একটি ২ (দুই) টন (BTU) ক্ষমতা সম্পন্ন স্প্লিট টাইপ এসি স্থাপন।

সাংস্কৃতিক উপ-কমিটির ০১ জুলাই, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সুপারিশের আলোকে উক্ত উপ-কমিটির সদস্য হিসাবে কাজী মদিনাকে সহযোজন করা হয়। এছাড়া ইতোপূর্বে আয়োজিত রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী অনুষ্ঠান-২০১৮ ও ঈদ পুনর্মিলনী-২০১৮ এর সুপারিশসমূহ ভূতাপেক্ষ অনুমোদন করা হয়।

উন্নয়ন উপ-কমিটির ০৮ জুলাই, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ অনুমোদন করা হয় ঃ

(ক) উত্তরায় সমিতির বর্তমান প্লটটি পরিবর্তন করে ঢাকা শহরের সন্নিকটে/অভ্যন্তরে একটি নতুন প্লট প্রাপ্তির জন্য প্রচেষ্টা গ্রহণ করা;

(খ) উত্তরার জমিটির নামজারীর ব্যবস্থা করা;

(গ) উত্তরার জমিটির ডিজিটাল নকশা প্রণয়ন করা;

(ঘ) উত্তরার জমিতে একটি প্রাচীর নির্মাণের লক্ষ্যে প্রাক্কলন প্রস্তুত করাসহ আনুসাঙ্গিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(ঙ) উত্তরার জমিটির বাস্তব দখল গ্রহণ করা।

উক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উন্নয়ন উপ-কমিটির সভায় গঠিত জনাব আহসানুল হক খানকে আহ্বায়ক এবং জনাব মোঃ আব্দুল মান্নান, জনাব আনিসুজ্জামান, প্রকৌশলী আবুল কাশেম, প্রকৌশলী সামসুজ্জোহা চৌধুরীকে সদস্য ও জনাব এস. এম. কামরুজ্জামানকে সদস্য সচিব করে গঠিত অনু-কমিটিকে অনুমোদন দেয়া হয়।

নিয়োগ, বেতন ও বিধি উপ-কমিটির ১৫ জুলাই, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ অনুমোদন করা হয় ঃ

(ক) সমিতির সংরক্ষণ প্রকৌশলী জনাব মোঃ সিদ্দিকুর রহমানকে ২১ জুলাই, ২০১৮ হতে ১ (এক) বছরের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ প্রদান।

(খ) সমিতির বিদ্যমান চাকরিবিধি, অর্গানোগ্রাম ও নিয়োগবিধি সংশোধন করে সময়োপযোগী করার লক্ষ্যে জনাব মোঃ আবদুল কাইউম ঠাকুরকে আহ্বায়ক ও জনাব এ,কে, শামসুল হক, জনাব মোঃ আনিসুজ্জামান, জনাব মোঃ মহসীন আলী সরদার (বীরপ্রতিক), জনাব মোঃ ওয়াসিউজ্জামান আকন্দ ও জনাব এম মিজানুর রহমানকে সদস্য করে গঠিত অনু-কমিটিকে অনুমোদন করা হয়।

ক্রীড়া উপ-কমিটির ০৮ আগস্ট, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ অনুমোদন করা হয় ঃ

(ক) অন্তঃকক্ষ ক্রীড়ানুষ্ঠান- ২০১৮ পরিচালনার জন্য জনাব খান এম ইব্রাহীম হোসেনকে আহ্বায়ক এবং বেগম শাহানা পারভীন, জনাব মোঃ আলী কবির হায়দার, জনাব মুহাঃ জিয়ারুল ইসলাম, জনাব এ জেড এম মনসুর হোসেন, জনাব মোঃ আলতাফ হোসেন ও জনাব মোঃ মনোয়ার হোসেনকে সদস্য করে গঠিত অনু-কমিটিকে অনুমোদন করা হয়।

(খ) ২০১৮ সালের সংশোধিত বাজেটে অন্তঃকক্ষ ক্রীড়া অনুষ্ঠান খাতে ৭০,০০০/- (সত্তর হাজার) টাকা বরাদ্দ রাখা;

(গ) বাষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান-২০১৮ আগামী ০৮ ডিসেম্বর, ২০১৮ পরিবর্তে ০১ ডিসেম্বর, ২০১৮ তারিখে পুনঃনির্ধারণ করা হয়;

(ঘ) সমিতির আজীবন সদস্য জনাব মোঃ শফিকুল ইসলামকে (আ- ২৫৭০) ক্রীড়া উপ-কমিটির সদস্য হিসাবে সহযোজন করা;

অর্থ বিষয়ক উপ-কমিটির ১৯ আগস্ট, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ অনুমোদন করা হয় ঃ

(ক) স্থায়ী আমানত হিসাব সম্পর্কিত :

১) সমিতির ৩ মাস মেয়াদী সকল স্থায়ী আমানত হিসাব বর্তমান মেয়াদ শেষে ৬ মাস/১ বছর মেয়াদে উন্নীত করে ছোট ছোট আমানত একত্রিত করা যাতে এফ ডি আর এর সংখ্যা কমানো যায়;

২) যে সকল ব্যাংক সর্বোচ্চ মুনাফা প্রদান করে থাকে, ঐ সকল ব্যাংকে সমিতির অর্থ স্থায়ী আমানত হিসাবে জমা রাখা এবং এ ক্ষেত্রে সমিতির অর্থের নিরাপত্তার স্বার্থে ব্যাংকের সুনামের (reputation) দিক বিবেচনা করে ব্যাংক নির্বাচন করা;

৩) কোন ব্যাংকেই মোট স্থায়ী আমানতের (FDR) পরিমান ১০/১৫ কোটি টাকার উপরে না রাখা;

৪) কমপক্ষে তিন মাসের খরচের টাকা হাতে রেখে সাধারণ তহবিলের অর্থ উদ্বৃত্ত থাকলে সাধারণ তহবিল হতে কিছু অর্থ স্থায়ী আমানত হিসাবে রাখার ব্যবস্থা করা;

(খ) সমিতির হিসাব শাখায় খরচের নিজস্ব ভাউচার প্রচলন করা;

(গ) সমিতির নিয়মিত কর্মচারীদের অবসরকালে প্রতিবছর চাকুরির জন্য শেষ বেতনের ৩ (তিন) মাসের সমপরিমান অর্থ আনুতোষিক হিসাবে প্রদান করা;

(ঘ) অর্থ উপ-কমিটির সদস্য জনাব জয়নাল আবেদীনের (আ- ১৩২৮) মৃত্যুর কারনে সমিতি আজীবন সদস্য ড. মোঃ ওমর ফারুক খানকে (আ- ২৬২০) অর্থ বিষয়ক উপ-কমিটির সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা;

উপরে অনুচ্ছেদে বর্ণিত, সমিতির কল্যাণ কার্যক্রমের আওতায় ২ কিস্তিতে শিক্ষাবৃত্তি, এককালীন অনুদান এবং জরুরী চিকিৎসা/কন্যার বিবাহ/প্রাকৃতিক দুর্যোগ খাতে ৬১ টি জেলা শাখা সমিতি ও কেন্দ্রীয় সমিতিসহ সর্বমোট ৫৭২২ জনকে কল্যাণ খাত হতে সর্বমোট টাঃ ১,৮৪,৫৩,০২৫/-(এক কোটি চুরাশি লক্ষ তিপান্ন হাজার পঁচিশ) টাকা মঞ্জুরী প্রদান ভূতাপেক্ষ অনুমোদন করা হয়। কল্যাণ খাতে অনুমোদিত বরাদ্দকৃত অব্যয়িত অর্থের জন্য নূতন করে আবেদন আহবান করা যাবে মর্মে সিদ্ধান্ত হয়।

উপরে ০৯ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত সমিতির ওয়েবসাইট খোলার জন্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠান যাচাই-বাছাই করে এক্স, ওয়াই, জেড আইটি সলিশন প্রতিষ্ঠান ভ্যাট ও আয়করসহ ওয়েবসাইট প্রস্তুতের জন্য ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা ও পরবর্তী বছর হতে বার্ষিক নবায়ন ফি ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা প্রদানের শর্তে প্রাথমিক ডোমনী প্রস্তুত করার সম্মত হওয়ায় প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে খসড়া ডোমনী প্রস্তুত করা হয়েছে। বর্ণিত অর্থে ওয়েবসাইট খোলার বিষয়টি পর্যালোচনান্তে ভূতাপেক্ষ অনুমোদন করা হয়।

কার্যনির্বাহী কমিটির কোষাধ্যক্ষ জনাব এ কে শামসুল হক সমিতির এপ্রিল-জুন, ২০১৮ সময়ের প্রাপ্তি ও প্রদান খাতের হিসাব বিবরণী সভায় উপস্থাপন করলে তা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হয়।

সমিতির পরিচালক (প্রশাসন) মোট ৪৬ জনের আবেদনের একটি তালিকা সভায় উপস্থাপন করেন। উপস্থিত সদস্যদের সম্মতিক্রমে ৪৬ জন নতুন সদস্যকে সমিতির সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি অনুমোদন করা হয়।

সমিতির চিকিৎসা কেন্দ্রের মে-জুন, ২০১৮ সময়ের চিকিৎসা প্রতিবেদন সম্পর্কে পরিচালক (কার্যক্রম) সকলের জ্ঞাতার্থে উপস্থাপন করলে উহা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

সভায় বিবিধ আলোচনাকালে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় ঃ

(ক) জনাব মোঃ মাহবুব হোসেন (আ-১৪৪৭) ও শেখ হাসিবুর রহমান (আ-১৪২৭) কে কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য হিসেবে সহযোজন করা হয়।

(খ) জেলা শাখার আজীবন সদস্য চাঁদা বাড়ানোর প্রস্তাবমতে উহা ১,০০০/-(এক হাজার) টাকা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তবে বিষয়টি জেলা শাখার গঠনতন্ত্র সংশোধনের সময় সংশ্লিষ্ট ধারায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

(গ) পেনশন সুবিধা বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

(ঘ) নোয়াখালী জেলা সমিতির নিজস্ব কার্যালয়ের ব্যবস্থা গ্রহণের পদক্ষেপ নেয়ার প্রস্তাব করা হয়।

(ঙ) বিভাগীয় প্রতিনিধির মধ্যে একজন মহিলা থাকা বাঞ্চনীয় বলে কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য জনাব ফেরদৌস পারভীন মতামত ব্যক্ত করেন।

উপ-কমিটিসমূহের সভা

সাংস্কৃতিক উপ-কমিটি

অত্র সমিতির সাংস্কৃতিক উপ-কমিটির ২য় সভা ০১ জুলাই, ২০১৮ তারিখে উক্ত উপ-কমিটির চেয়ারম্যান জনাব আজাদ রহমানের সভাপতিত্বে অবসর ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ৯ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সভার প্রারম্ভে উপ-কমিটির চেয়ারম্যান উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানান। অতঃপর আলোচন্যসূচী অনুযায়ী সাংস্কৃতিক উপ-কমিটির ১০ এপ্রিল, ২০১৮ তারিখের অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণীটি সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে মর্মে সদস্যগণ মতামত ব্যক্ত করায় কার্যবিবরণীটি নিশ্চিত করা হয়। ০৯ জুলাই, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী উপলক্ষ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন সম্পর্কে আলোচনাকালে সমিতির মহাসচিব জানান যে, রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী অনুষ্ঠানটিতে পেশাদার শিল্পীগণ সঙ্গীত পরিবেশন করবেন। অনুষ্ঠানটি উদযাপনে লক্ষ্যে শিল্পী হিসাবে ড. পদ্মিনী দে, ড. অসিত রায়, জনাব কাদেরী কিবরিয়া ও জনাব রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যার নাম প্রস্তাব করেন।

১৬ জুলাই, ২০১৮ তারিখে সমিতির ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান আয়োজন সম্পর্কে আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় ঃ

(১) শিল্পী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে জনাব এ, কে, এম হাসান জামালকে আহ্বায়ক ও সর্বজনাব আবুল কাশেম, লুৎফর রহমান জোয়ার্দার, ফেরদৌস পারভীন ও সামসাদ বেগমকে নিয়ে একটি বাছাই কমিটি গঠন করা হয়।

(২) অনুষ্ঠানে কবিতা আবৃত্তি করবেন সর্বজনাব আজাদ রহমান, মোঃ আবদুল কাইউম ঠাকুর, কাজী মদিনা ও রওশনা আরা বেগম।

(৩) উক্ত অনুষ্ঠান উদযাপনের উদ্দেশ্যে আগামী ১০ ও ১২ জুলাই, ২০১৮ তারিখ সকাল ১০.০০ টায় রিহার্সেল অনুষ্ঠিত হবে এবং রিহার্সেলে আগত শিল্পীদের যাতায়াত খরচ ঐ দিনই প্রদান করতে হবে।

(৪) কাজী মদিনাকে সাংস্কৃতিক উপ-কমিটির সদস্য হিসাবে সহযোজন করার সুপারিশ করে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

নিয়োগ, বেতন ও বিধি উপ-কমিটির সভা

বিগত ১৫ জুলাই, ২০১৮ তারিখে নিয়োগ, বেতন ও বিধি উপ-কমিটির এক সভা উক্ত উপ-কমিটির চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আবদুল কাইউম ঠাকুরের সভাপতিত্বে অবসর ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ১০ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। চেয়ারম্যান সভার শুরুতে উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। অতঃপর আলোচন্যসূচী অনুযায়ী উক্ত উপ-কমিটির চেয়ারম্যানের আহ্বানক্রমে নিয়োগ, বেতন ও বিধি উপ-কমিটির সদস্যগণ নিজ নিজ পরিচিতি প্রদান করেন এবং নিয়োগ, বেতন ও বিধি উপ-কমিটির বিগত সভার কার্যবিবরণীটি সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে মর্মে সদস্যগণ মতামত ব্যক্ত করায় কার্যবিবরণীটি নিশ্চিত করা হয়। বিগত সভায় গৃহীত সুপারিশের আলোকে কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক নাক, কান ও গলা বিভাগের চিকিৎসক পদে ডাঃ রাশেদুল হাসানকে ০২ (দুই) বছরের জন্য চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেয়া হয়েছে মর্মে সভাকে অবহিত করা হয়।

সমিতির সংরক্ষণ প্রকৌশলী জনাব মোঃ সিদ্দিকুর রহমানকে ২১ জুলাই, ২০১৮ হতে ১ (এক) বছরের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগদানের সুপারিশ করে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

উক্ত উপ-কমিটির চেয়ারম্যান ও মহাসচিব উল্লেখ করেন যে, কমিটির সদস্য সংখ্যা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাওয়ার কারনে সদস্যদের সুষ্ঠ সেবা প্রদান বর্তমান লোকবল দ্বারা যথাযথভাবে সম্ভব হচ্ছে না। সদস্যদের সেবা প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে চিকিৎসাকেন্দ্র ও হিসাব বিভাগসহ কয়েকটি বিভাগে অতিরিক্ত লোকবল নিয়োগের প্রয়োজন। এ প্রেক্ষিতে বেশ কয়েকটি পদ সৃষ্টি করা জরুরী হয়ে পড়েছে। এতদ্ব্যতীত চাকরি বিধি ও নিয়োগ বিধি আরও যুগোপযোগী করা একান্ত প্রয়োজন। বর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করে সমিতির বিদ্যমান চাকরিবিধি, অর্গানোগ্রাম ও নিয়োগবিধি সংশোধন করে সময়োপযোগী করার লক্ষ্যে এতসংক্রান্ত উপ-কমিটির মাধ্যমে সংশোধনের ব্যবস্থা করার জন্য কার্যনির্বাহী কমিটিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। বিস্তারিত আলোচনান্তে অদ্যকার সভায় এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জনাব মোঃ আবদুল কাইউম ঠাকুরকে আহ্বায়ক করে এবং জনাব এ,কে, শামসুল হক, জনাব মোঃ আনিসুজ্জামান, জনাব মোঃ মহসীন আলী সরদার (বীরপ্রতিক), জনাব মোঃ ওয়াসিউজ্জামান আকন্দ ও জনাব এম মিজানুর রহমানকে সদস্য করে একটি অনু-কমিটি গঠন করা হয়।

উক্ত অনু-কমিটিকে সহযোগিতা করার জন্য সমিতির প্রশাসন শাখা সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবে।

সভায় বিবিধ আলোচনাকালে সমিতির ডেন্টাল চিকিৎসক ডাঃ সেলিম ইফতেখার চুক্তিভিত্তিক চাকরির পরিবর্তে তার চাকরি নিয়মিত করার জন্য একখানা আবেদন দাখিল করেছেন। আবেদনটি সার্বিক বিধি-বিধান পর্যালোচনা করে মতামত প্রদানের জন্য চাকরি বিধি সংশোধন সংক্রান্ত অনু-কমিটির সভায় উপস্থাপন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

পরবর্তীতে ২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখে অত্র সমিতির নিয়োগ, বেতন ও বিধি উপ-কমিটির চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আবদুল কাইউম ঠাকুরের সভাপতিত্বে অবসর ভবনে আরেকটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ১০ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সভায় প্রারম্ভিক বক্তব্যে সমিতির জন্য প্রণীত জনবল কাঠামো পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। সভায় বিগত সভার কার্যবিবরণীটি নিশ্চিত করা হয়।

সমিতির বিদ্যমান চাকরিবিধি, নিয়োগবিধি ও অর্গানোগ্রাম সংশোধন এবং সময়োপযোগী করার লক্ষ্যে

উপ-কমিটিসমূহের সভা

একটি অনু-কমিটি গঠন করা হয়েছিল উক্ত অনু-কমিটি সভা আহ্বান করে অর্গানোগ্রাম সংশোধনের প্রস্তাব করেছেন। উক্ত সংশোধনী প্রস্তাবটি প্রসঙ্গে সমিতির মহাসচিব এবং নিয়োগ, বেতন ও বিধি উপ-কমিটির চেয়ারম্যান ও অনু-কমিটির আহ্বায়ক জানান যে, বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে দিন দিন রোগীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া নতুন করে রেডিওলজি বিভাগ খোলার কারনেও উক্ত বিভাগের জন্যও নতুন লোকবলের প্রয়োজন হবে। এ প্রেক্ষাপটে চিকিৎসা কেন্দ্রে কয়েকটি পদ সৃষ্টি করা জরুরী হয়ে পড়েছে। সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে চিকিৎসা কেন্দ্রে রেডিওলজিস্ট- ১টি, রেডিওগ্রাফার (পুরুষ-১, মহিলা-১) - ২টি, কম্পিউটার অপারেটর - ১টি, রেডিওলজি এ্যাটেনডেন্ট- ১টি, ল্যাব এ্যাটেনডেন্ট- ১টি ও রিসিপসনিস্ট-কাম-কম্পিউটার অপারেটর - ১টি নতুন পদ সৃষ্টির সুপারিশ করে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

তিনি আরও জানান যে, সমিতির প্রশাসন শাখা, হিসাব শাখা ও কল্যাণ শাখায় কাজের পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং উক্ত শাখাসমূহে কর্মরত কর্মচারীদের পদোন্নতির সুযোগ সৃষ্টি লক্ষ্যে কয়েকটি পদ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। এ প্রেক্ষাপটে বিস্তারিত আলোচনান্তে প্রশাসন শাখা, হিসাব শাখা ও কল্যাণ শাখায় কল্যাণ কর্মকর্তা- ১টি, জনসংযোগ কর্মকর্তা- ১টি, সহঃ হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা - ১টি, উপ-সহকারী প্রকৌশলী - ১টি, ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল সুপারভাইজার- ১টি, হিসাব সহকারী - ১টি, ফটোকপিয়ার মেশিন অপারেটর - ২টি ও ক্লিনার - ১টি পদ সৃষ্টির সুপারিশ করে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সভায় চিকিৎসা কেন্দ্র, প্রশাসন শাখা, কল্যাণ শাখা ও হিসাব শাখায় বর্ণিত পদসমূহ সৃষ্টির বিষয়টি পর্যালোচনা করে যৌক্তিকতার ভিত্তিতে পদসমূহ সৃষ্টির সুপারিশে প্রেক্ষাপটে অর্গানোগ্রামটি নতুনভাবে বিন্যাস করে সংশোধন করা হয়। ভবিষ্যতে কর্মরত কর্মচারীদের মধ্য হতে যোগ্যতার ভিত্তিতে পদায়ন করা হবে মর্মে সকলে একমত পোষণ করেন।

নিয়োগ, বেতন ও বিধি অনু-কমিটির সভা

বিগত ০২ আগস্ট, ২০১৮ তারিখে নিয়োগ, বেতন ও বিধি অনু-কমিটির এক সভা উক্ত অনু-কমিটির আহ্বায়ক জনাব মোঃ আবদুল কাইউম ঠাকুরের সভাপতিত্বে অবসর ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ৬ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। চেয়ারম্যান সভার শুরুতে উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। অতঃপর আলোচ্যসূচী অনুযায়ী সমিতির বিদ্যমান চাকরিবিধি, নিয়োগবিধি ও অর্গানোগ্রাম সংশোধন এবং সময়োপযোগী করার লক্ষ্যে অনু-কমিটির আহ্বায়ক ও সমিতির মহাসচিব উল্লেখ করেন যে, ইতোমধ্যে সমিতির চিকিৎসা কেন্দ্রে রেডিওলজি বিভাগ চালু করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। বর্ণিত অবস্থায় চিকিৎসা কেন্দ্রে রেডিওলজিস্ট- ১টি, রেডিওগ্রাফার (পুরুষ-১, মহিলা-১) - ২টি, কম্পিউটার অপারেটর - ১টি, রেডিওলজি এ্যাটেনডেন্ট- ১টি, ল্যাব এ্যাটেনডেন্ট- ১টি ও রিসিপসনিস্ট-কাম-কম্পিউটার অপারেটর - ১টি নতুন পদ সৃষ্টির সুপারিশ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং তা অর্গানোগ্রামে অন্তর্ভুক্তির সুপারিশ করে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সমিতির প্রশাসন শাখা, হিসাব শাখা ও কল্যাণ শাখায় কাজের পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং উক্ত শাখাসমূহে কর্মরত কর্মচারীদের পদোন্নতির সুযোগ সৃষ্টি লক্ষ্যে সহকারী পরিচালক - ১টি, কল্যাণ কর্মকর্তা- ১টি, জনসংযোগ কর্মকর্তা- ১টি, সহঃ হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা - ১টি, ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল সুপারভাইজার- ১টি, হিসাব সহকারী - ১টি, কম্পিউটার অপারেটর- ১টি, ফটোকপিয়ার মেশিন অপারেটর - ২টি ও ক্লিনার - ১টি পদ সৃষ্টির সুপারিশ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং তা অর্গানোগ্রামে অন্তর্ভুক্তির সুপারিশ করে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

উন্নয়ন অনু-কমিটি

বিগত ১৬ জুলাই, ২০১৮ তারিখে উন্নয়ন অনু-কমিটি এক সভায় মিলিত হন। সভায় ৩ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সভায় পুরাতন ভবনে 200 KVA Pole Mounted Transformer- টি প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে ক্ষমতা বৃদ্ধি করণ/ বিকল্প ব্যবস্থার বিষয়টি পর্যালোচনা করে নিম্নোক্ত সুপারিশ করে ঃ

(১) 200 KVA Pole Mounted Transformer এর সুগন্ধা কমিউনিটি সেন্টারের 66KW load নতুন ভবনের অধিক ক্ষমতা সম্পন্ন 450 KVA Transformer এর সাথে সংযোগ করে বিষয়টির নিরাপদ দীর্ঘস্থায়ী সমাধান করা যায়।

(২) নতুন ভবনের বর্তমান Connecting Load ± 80 KW. অনুরূপ ব্যবস্থা নিলে Pole mounted Transformer এর Connecting Load দাঁড়াবে (১৯৮৫-৬৬) = ১৩২.৫ KW যা তার ১৫৫KW সক্ষমতার চাইতে কম। Indoor Transformer এর Connecting Load দাঁড়াবে (৮০ + ৬৬) = ১৪৬ KW যা তার সক্ষমতার চাইবে অনেক কম।

(৩) Pole Mounted Transformer টির Overhauling কাজ ৫ বছর পূর্ব হয়েছে বলে জানা যায়। বিধায়, ইহার Overhauling কাজ অতি সত্তর করা প্রয়োজন।

(৪) দুইটি Transformer এমন যোজন বিয়োজন কাজে প্রায় ১২০০′ কেবল ও আনুসাঙ্গিক কিছু কাজের প্রয়োজন পড়বে।

উপরোক্ত সুপারিশগুলির আলোকে অধিকতর ক্ষমতাসম্পন্ন নতুন Transformer স্থাপনের কোন প্রয়োজন নাই। অনুরূপ কার্যক্রমে অবসর সমিতির প্রচুর আর্থিক সাশ্রয় হবে এবং কারিগরী ও আর্থিক দিক থেকে তাহা যুক্তিযুক্ত।

দরপত্র প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটির সভা

অত্র সমিতির বিগত ২২ জুলাই, ২০১৮ তারিখে দরপত্র প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটির এক সভা উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান জনাব এম মিজানুর রহমানের সভাপতিত্বে অবসর ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ৬ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। চেয়ারম্যান সভার শুরুতে উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। অতঃপর আলোচ্যসূচী অনুযায়ী সমিতির পুরাতন ভবনের ১০০ কেভিএ দু'টি জেনারেটরের বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি (AMC) ও সার্ভিসিং এ ব্যবহৃত স্পেয়ার পার্টসসহ Servicing & Maintenance কাজের জন্য কোটেশন বিজ্ঞপ্তি জারীর প্রেক্ষিতে প্রাপ্ত কোটেশগুলোর পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ATRUM Automation & Engineering Ltd. এর দাখিলকৃত দরপত্রে উল্লেখিত বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষনের চুক্তির মূল্য ৩০,০০০/- টাকা এবং জেনারেটরের সার্ভিসিং এর জন্য ব্যবহৃত স্পেয়ার পার্টস এর মূল্য ৪২,৬৫০/- টাকা যা সর্বনিম্ন এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের দরপত্রে উল্লেখিত কাজের শর্তগুলো (১২+৬) অন্য দরগুলোর তুলনায় সন্তোষজনক হওয়ায় ATRUM Automation & Engineering Ltd. কে বর্ণিত দরে বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষনের চুক্তি ও সার্ভিসিং কাজের জন্য কার্যাদেশ প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সমিতির বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন ২৪০ কেভিএআর পিএফআই মেরামতসহ বিভিন্ন Maintenance কাজের জন্য কোটেশন বিজ্ঞপ্তি জারীর প্রেক্ষিতে প্রাপ্ত কোটেশগুলো পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, Reverie Power & Automation এর দাখিলকৃত দরপত্রে উল্লেখিত দর ৮০,৭৮৫/- টাকা যা সর্বনিম্ন। গণপূর্তের প্রতিনিধি সদস্য উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী জনাব মাসুম বিল্লাহ Reverie Power & Automation নামীয় প্রতিষ্ঠানে টেলিফোনে কথা বলে স্পেয়ার পার্টসের ওয়ারেন্টিকাল সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে সভাকে অবহিত করেন যে, সকল স্পেয়ার পার্টসের ০১ (এক) বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। সভার সম্মতিক্রমে সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান হিসেবে Reverie Power & Automation কে ৮০,৭৮৫/- টাকায় পিএফআই, ট্রান্সফরমার, সুইচগিয়ার ইত্যাদি Maintenance কাজের জন্য কার্যাদেশ প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সমিতির পুরাতন ভবনের ৩য় তলার ২৬০০ বর্গফুট ফ্লোরে রংকরণ, ফ্লোর ও বাথরুম পরিস্কারকরণ এবং দেয়াল অপসারণ ইত্যাদি আনুসাঙ্গিক কাজের জন্য কোটেশন বিজ্ঞপ্তি জারীর প্রেক্ষিতে প্রাপ্ত কোটেশগুলো পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, মেসার্স এস. কে. এন্টারপ্রাইজ এর দাখিলকৃত দরপত্রে উল্লেখিত দর ৯৮,৩৯০/- টাকা যা সর্বনিম্ন। ফলে সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান হিসেবে মেসার্স এস. কে. এন্টারপ্রাইজ কে বর্ণিত দরে বর্ণিত কাজ সম্পাদনের জন্য কার্যাদেশ প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

স্বাস্থ্য উপ-কমিটির সভা

বিগত ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখে স্বাস্থ্য উপ-কমিটির এক সভা উক্ত উপ-কমিটির চেয়ারম্যান জনাব আব্দুল্লাহ হারুন পাশার সভাপতিত্বে অবসর ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ৮ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। চেয়ারম্যান সভার শুরুতে প্রারম্ভে উপস্থিত

৬-এর পাতায় দেখুন

উপ-কমিটিসমূহের সভা

৫ম পাতার পর

সকলকে স্বাগত জানান। অতঃপর আলোচন্যসূচী অনুযায়ী বিগত সভার কার্যবিবরণী সভায় উপস্থাপন করা হলে তা সর্বসম্মাতিক্রমে নিশ্চিতকরণ করার মতামত দেন। বিগত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে সমিতির চিকিৎসাকেন্দ্রের লাইসেন্স প্রাপ্তির বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে দ্রুত আবেদন ফরম সংগ্রহপূর্বক প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত সম্বলিত আবেদন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে দাখিল করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়।

স্বাস্থ্য উপ-কমিটির সভায় গঠিত অনু-কমিটির এক সভা ২৯ জুলাই, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় রেডিওলজি বিভাগ চালুর লক্ষ্যে অনু-কমিটির আহ্বায়ক কর্তৃক দাখিলকৃত প্রকল্প প্রস্তাব সভায় উপস্থাপন করা হয়।

প্রকল্প প্রস্তাবে সিমেন্স কোম্পানির একটি মানসম্পন্ন এক্সরে মেশিনের সম্ভাব্য মূল্য ধরে প্রাথমিকভাবে রেডিওলজি বিভাগ খোলার জন্য ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা ব্যয় হতে পারে মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া প্রকল্প প্রস্তাবে রেডিওলজি বিভাগ চালুর জন্য রেডিওলজিস্ট - ১ জন, রেডিওগ্রাফার- ২ জন (পুরুষ-১, মহিলা-১), কম্পিউটার অপারেটর- ১ জন ও রেডিওলজি এ্যাটেন্ডেন্ট - ১ জন নিয়োগ করারও প্রস্তাব করা হয়।

আলোচনার এক পর্যায়ে অনু-কমিটির আহ্বায়ক ডাঃ মনিরুজ্জামানকে প্রকল্পের বিভিন্ন দিক তুলে ধরার অনুরোধ করা হলে তিনি রেডিওলজিও বিভাগ চালুর লক্ষ্যে যন্ত্রপাতি, জনবল ও সম্ভাব্য অর্থের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। সেখানে তিনি প্রাথমিক পর্যায়ে দু'জনের স্থলে একজন মহিলা রেডিওগ্রাফার নেয়ার প্রস্তাব রাখেন। প্রকল্প প্রস্তাবনা মোতাবেক রেজিওলজি বিভাগ চালুর সুপারিশ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

সমিতির ফিজিওথেরাপি বিভাগে ম্যাসেজের জন্য একটি মেশিন ক্রয়ের জন্য বয়স্ক সদস্যগণের অনুরোধের প্রেক্ষিতে একটি অটোমেটিক ম্যাসেজ মেশিন ক্রয় করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনাকালে সদস্যগণ বলেন যে, ম্যাসেজ মেশিনে ব্যাথা সাময়িক কিছুটা উপশম হলেও দীর্ঘস্থায়ী রোগমুক্তি হয় না। এ প্রেক্ষাপটে অটোমেটিক ম্যাসেজ মেশিন ক্রয় না করার পক্ষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সভায় বিবিধ বিষয়ে আলোচনাকালে সমিতির চিকিৎসাকেন্দ্রে সকল চিকিৎসকের ক্ষেত্রে বহিরাগত রোগীদের পরামর্শ ফি ১০০/- (একশত) টাকা হতে বৃদ্ধি করে ২০০/- (দুইশত) টাকায় উন্নীত করার সুপারিশ করে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

স্বাস্থ্য অনু-কমিটি সভা

বিগত ২৯ জুলাই, ২০১৮ তারিখে স্বাস্থ্য অনু-কমিটির এক সভা উক্ত অনু-কমিটির আহবায়ক ডাঃ মোঃ মনিরুজ্জামানের সভাপতিত্বে অবসর ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ৪ জন সদস্য ও বিশেষ আমন্ত্রণক্রমে সমিতির সভাপতি জনাব আব্দুল্লাহ হারুন পাশা ও মহাসচিব জনাব মোঃ আবদুল কাইউম ঠাকুর সভায় উপস্থিত ছিলেন। আহবায়ক সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। সমিতির মহাসচিব জনাব মোঃ আবদুল কাইউম ঠাকুর রেডিওলজি বিভাগ খোলার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরতে গিয়ে বলেন, সমিতির চিকিৎসা কেন্দ্রে একটি রেডিওলজি বিভাগ চালু করার লক্ষ্যে দায়িত্ব অর্পণের প্রেক্ষিতে আহবায়ক একটি প্রকল্প প্রস্তাব প্রস্তুত করেছেন। প্রকল্প প্রস্তাবের রেডিওলজি বিভাগ চালু করার লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে টাঃ ৫০,০০,০০০/-(পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা ব্যয় হতে পারে। এছাড়া প্রকল্পের সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের এক্সরে পরীক্ষার একটি সম্ভাব্য মূল্য তালিকা প্রদান করা হয়েছে।

সভায় সদস্যগণ এক্সরে রিপোর্ট তৈরীর খরচ বিবেচনা করে সদস্যদের ক্ষেত্রে নামমাত্র মুনাফা ধরে একটি মূল্য তালিকা এবং অসদস্যদের জন্য বিভিন্ন ডায়াগনিষ্টিক সেন্টারের এক্সরে মূল্য হার বিবেচনায় পৃথক একটি মূল্য তালিকা প্রস্তুত করার পরামর্শ প্রদান করেন।

আলোচনান্তে সমিতির চিকিৎসা কেন্দ্রে কর্মরত ডাক্তারদের সাথে আলোচনা করে দৈনিক কতটি এক্সরে করা হতে পারে তার একটি সম্ভাব্য হিসাব সংগ্রহ করা এবং যন্ত্রপাতি স্থাপনসহ বিভাগটি চালু করা এবং এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণার্থে সহযোগিতা প্রাপ্তির নিমিত্ত বাংলাদেশ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল এর ম্যানেজার (প্রকিউরমেন্ট) প্রকৌশলী শাহেদ কামাল কে এ কমিটিতে সহযোজন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় । রেডিওলজি বিভাগ চালু করার বিষয়টি সার্বিকভাবে পর্যালোচনার জন্য ০১ আগস্ট, ২০১৮ তারিখ সমিতির সভাপতি, মহাসচিব, কমিটির আহবায়ক অধ্যাপক ডাঃ মনিরুজ্জামান ও বাংলাদেশ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের প্রকৌশলী শাহেদ কামালসহ একটি বৈঠক অনুষ্ঠানের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিষয়টি স্বাস্থ্য উপ-কমিটির সভায় উপস্থাপনের সুপারিশ করে অনুকমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

সভায় বিবিধ আলোচনাকালে কমিটির সদস্য জনাব মোঃ আবদুল হাই জানান যে, সমিতির চিকিৎসা কেন্দ্রের নামে একটি লাইসেন্স গ্রহণের জন্য পরামর্শ প্রদান করেন। আলোচনাকালে উল্লেখ করা করা হয় যে, হাসপাতাল চালু করার পূর্বে হাসপাতালের জন্য প্রয়োজনীয় সকল প্রস্তুতিমূলক কার্যাদি সম্পন্ন করার পর লাইসেন্স প্রদানের বিষয়টি বিবেচিত হবে মর্মে ইতোপূর্বে লাইসেন্স সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ পরিদর্শনকালে অবহিত করেছিলেন। তবে বর্তমান পর্যায়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সচিবের আশ্বাসের প্রেক্ষিতে একটি কনসালটেশন এন্ড ডায়াগনিষ্টিক সেন্টারের লাইসেন্স প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে নিকট নির্ধারিত ফরমে আবেদন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ক্রীড়া উপ-কমিটির সভা

অত্র সমিতির ক্রীড়া উপ-কমিটির চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আনিসুজ্জামানের সভাপতিত্বে অবসর ভবনে বিগত ৮ আগস্ট, ২০১৮ তারিখ ১ম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ১১ জন সদস্য এবং বিশেষ আমন্ত্রণক্রমে সমিতির মহাসচিব জনাব মোঃ আবদুল কাইউম ঠাকুর উপস্থিত ছিলেন। চেয়ারম্যান সভার শুরুতে উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। অতঃপর আলোচন্যসূচী অনুযায়ী সভার সভাপতির আহ্বানক্রমে উক্ত উপ-কমিটির সদস্যগণ নিজ নিজ পরিচিতি প্রদান করেন এবং বিগত সভার কার্যবিবরণীটি নিশ্চিত করে। সভায় অন্তঃকক্ষ ক্রীড়া অনুষ্ঠানের আয়োজন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনান্তে অন্তঃকক্ষ ক্রীড়া অনুষ্ঠান-২০১৮ এর ১৮-২৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখ নির্ধারিত হয়। সর্বসম্মতিক্রমে অন্তঃকক্ষ ক্রীড়ানুষ্ঠান- ২০১৮ তে ক্রীড়া আইটেমগুলো পরিচালনা করার জন্য জনাব খান এম ইব্রাহীম হোসেনকে আহ্বায়ক করে এবং বেগম শাহানা পারভীন, জনাব মোঃ আলী কবির হায়দার, জনাব মুহাঃ জিয়ারুল ইসলাম, জনাব এ জেড এম মনসুর হোসেন, জনাব মোঃ আলতাফ হোসেন ও জনাব মোঃ মনোয়ার হোসেনকে সদস্য করে একটি অনু-কমিটি গঠন করা হয়।

আলোচনাকালে অন্তঃকক্ষ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের জন্য ২০১৮ সালের বাজেটে কোন বরাদ্দ না থাকায় সংশোধনী বাজেটে ৭০,০০০/- (সত্তর হাজার) টাকা বরাদ্দ রাখার সুপারিশ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ হয়। সমিতির আজীবন সদস্য জনাব মোঃ শফিকুল ইসলামকে (আ- ২৫৭০) কমিটির সদস্য হিসাবে সহযোজন করার সুপারিশ করা হয়।

ক্রীড়া উপ-কমিটির আরও একটি সভা বিগত ১১ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখে উক্ত উপ-কমিটির চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আনিসুজ্জামানের সভাপতিত্বে অবসর ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ১১ জন সদস্য এবং বিশেষ আমন্ত্রণক্রমে সমিতির মহাসচিব জনাব মোঃ আবদুল কাইউম ঠাকুর উপস্থিত ছিলেন। চেয়ারম্যান সভার শুরুতে উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। অতঃপর আলোচন্যসূচী অনুযায়ী বিগত সভার কার্যবিবরণীটি কোনরূপ সংশোধনী না থাকায় তা নিশ্চিত করে। ক্রীড়া উপ-কমিটির চেয়ারম্যানের আহ্বানক্রমে অন্তঃকক্ষ ক্রীড়ানুষ্ঠান- ২০১৮ এর অগ্রগতি সম্পর্কে ক্রীড়া অনু-কমিটির আহ্বায়ক খান এম ইব্রাহীম হোসেন উল্লেখ করেন যে, অন্তঃকক্ষ ক্রীড়ানুষ্ঠানে ৬৮ জন প্রতিযোগী খেলায় অংশগ্রহণের জন্য আবেদন করেছেন। ইতোমধ্যে ১ম রাউন্ডের ফিকচার প্রস্তুত করা হয়েছে এবং উক্ত ফিকচার অংশগ্রহণকারীগণের নিকট প্রেরণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এছাড়া ২০১৮ সালের সংশোধিত বাজেটে অন্তঃকক্ষ ক্রীড়া অনুষ্ঠান খাতে বরাদ্দ ৭০,০০০/- (সত্তর হাজার) টাকার একটি খসড়া ব্যয় বিভাজন সভায় প্রস্তাব করেন। ব্যয় বিভাজনটি অনুমোদন করা হয়। বরাদ্দকৃত উক্ত অর্থ অগ্রীম উত্তোলন পূর্বক অন্তঃকক্ষ ক্রীড়া অনুষ্ঠানের ব্যয় মিটানোর সুপারিশ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সভায় অন্তঃকক্ষ ক্রীড়ানুষ্ঠানের পুরস্কার বিতরণী- ২০১৮ এর তারিখ নির্ধারণ সম্পর্কে আলোচনাকালে ক্রীড়ানুষ্ঠান সম্পাদনের পর সমিতির সম্মানিত মহাসচিব ও সভাপতি মহোদয়ের সঙ্গে আলোচনা করে তা নির্ধারণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সমিতির আগামী বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান- ২০১৮ এর প্রস্তুতি সম্পর্কে উল্লেখ করা হয় যে, বার্ষিক ক্রীড়ানুষ্ঠানের তারিখ আগামী ০১/১২/২০১৮ নির্ধারণের প্রেক্ষিতে উক্ত তারিখে মাঠ বরাদ্দের জন্য জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের নিকট পরিচালক (প্রশাসন) কর্তৃক আবেদন করা হয়েছে। তবে উক্ত তারিখে মাঠ বরাদ্দ না পাওয়া গেলে বার্ষিক ক্রীড়ানুষ্ঠানের তারিখ পরিবর্তন হতে পারে।

অর্থ বিষয়ক উপ-কমিটির সভা

বিগত ১৮ আগস্ট, ২০১৮ তারিখে অর্থ বিষয়ক উপ-কমিটির চেয়ারম্যান জনাব আবদুল্লাহ হারুন পাশার সভাপতিত্বে অবসর ভবনে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ৭ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। চেয়ারম্যান সভার শুরুতে উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। আলোচ্যসূচী অনুযায়ী উক্ত উপ-কমিটির চেয়ারম্যানের আহ্বানক্রমে সদস্যগণ নিজ নিজ পরিচিতি প্রদান করেন এবং বিগত সভার কার্যবিবরণীটি নিশ্চিত করে। সভায় বিভিন্ন ব্যাংকে রক্ষিত স্থায়ী আমানত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সুপারিশ করা হয় ঃ

(১) সমিতির ৩ মাস মেয়াদী সকল স্থায়ী আমানত হিসাব ৬ মাস/১ বছর মেয়াদে উন্নীত করা;

(২) যে সকল ব্যাংক সর্বোচ্চ মুনাফা প্রদান করে থাকে, ঐ সকল ব্যাংকে সমিতির অর্থ স্থায়ী আমানত হিসাবে জমা রাখা। তবে সমিতির অর্থের নিরাপত্তা এবং ব্যাংকের সুনামের (reputation) দিক বিবেচনা করে ব্যাংক নির্বাচন করতে হবে।

(৩) কোন ব্যাংকেই মোট স্থায়ী আমানতের পরিমান ১০/১৫ কোটি টাকার উপরে না রাখা;

(৪) সাধারণ তহবিল হতে কিছু অর্থ স্থায়ী আমানত হিসাবে রাখার ব্যবস্থা করা;

(৫) স্থায়ী আমানত হিসাবের সংখ্যা যতদূর সম্ভব হ্রাস করার ব্যবস্থা করা;

সমিতির হিসাব শাখায় নিজস্ব ভাউচারের জন্য দু'টি নমুনা ভাউচার সভায় উপস্থাপন করা হয়। ভাউচার প্রচলন করা হলে নিরীক্ষা কাজে স্বচ্ছতা প্রমাণ সহজ হবে এবং কাজের গতিশীলতা বাড়বে। সভায় উপস্থাপিত দু'টি নমুনা অনুযায়ী ভাউচার প্রচলনের সুপারিশ করে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সভায় উল্লেখ করা হয় যে, সমিতির নিয়মিত চাকুরীজীবীদের মধ্যে অল্প কয়েকজন চিকিৎসক কর্মকতা ব্যতীত অধিকাংশ নিয়মিত কর্মচারী স্বল্প বেতনভুক্ত কর্মচারী । বর্তমানে অত্র সমিতির চাকুরী হতে অবসর সময় নিয়মিত কর্মচারীদের প্রতি বছর চাকুরীর জন্য দু'মাসের মূল বেতনের সমপরিমান অর্থ গ্র্যাচুইটি হিসেবে প্রদানের বিধান রাখা হয়েছে। কিন্ত এ গ্র্যাচুইটির পরিমান স্বল্প হওয়ায় চাকুরী হতে নিয়মিত কর্মচারীগণ অবসর গ্রহণের পর গ্র্যাচুইটি হতে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে জীবন নির্বাহ করা দুর্বিষহ হয়ে পড়বে বিধায় নিয়মিত কর্মচারীগণ সরকারী নিয়ম মোতাবেক অথবা প্রতি বছর চাকুরীর জন্য ৩ (তিন) মাসের বেতনের সমপরিমান অর্থ আনুতোষিক প্রদানের আবেদন করেছেন। বর্তমানে সমিতির নিয়মিত কর্মচারীদের জন্য গঠিত গ্র্যাচুইটি ফান্ডে প্রায় ১,৫০,০০,০০০/-(এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা জমা আছে । বর্তমানে প্রতি বছর এ ফান্ডে সমিতির

৮-এর পাতায় দেখুন

শতভাগ পেনশন সমর্পণকারীদের পুনরায় পেনশন প্রদান সংক্রান্ত

১ম পাতার পর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ
প্রবিধি অনুবিভাগ
প্রবিধি-১ অধিশাখা
www.mof.gov.bd

নং-০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০১৩.১৪-১১৮

০৮ অক্টোবর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
তারিখ:----------
২৩ আশ্বিন ১৪২৫ বঙ্গাব্দ

প্রজ্ঞাপন

সরকার শতভাগ পেনশন সমর্পণকারী প্রজাতন্ত্রের অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীগণের আর্থিক ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করণার্থে তাদের মাসিক পেনশন পুনঃস্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যা নিম্নরূপ বিধানাবলী সাপেক্ষে কার্যকর হবে:

(ক) শতভাগ পেনশন সমর্পণকারী অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীগণের অবসর গ্রহণের তারিখ হতে ১৫ বছর সময় অতিক্রান্তের পর তাদের পেনশন পুনঃস্থাপন করা হবে। কর্মচারীর এলপিআর/পিআরএল যে তারিখে শেষ হয়েছে তার পর দিন হতে উক্ত ১৫ বছর সময় গণনা করা হবে। আর যিনি এলপিআর/পিআরএল ভোগ করেননি তার ক্ষেত্রে অবসর গ্রহণের তারিখ হতে উক্ত ১৫ বছর সময় গণনাযোগ্য হবে;

(খ) যে পদ্ধতি ও নিয়মে নিয়মিত পেনশনারগণের মাসিক পেনশন নির্ধারিত হয় অনুরূপ পদ্ধতি ও নিয়মে শতভাগ পেনশন সমর্পণকারী অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীগণের মাসিক পেনশন নির্ধারিত হবে;

উদাহরণ: ধরা যাক সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর এলপিআর শেষ হয়েছে ২০০২ সালের ৩০শে জুন। তাঁর অবসরের পর হতে ১৫ বছর সময় অতিক্রান্ত হয়েছে ২০১৭ সালের ১লা জুলাই। উক্ত কর্মচারী যদি ১নং গ্রেডভুক্ত হন তাহলে জাতীয় বেতনস্কেল, ১৯৯৭ অনুযায়ী তাঁর বেতন ১৫,০০০ টাকা (নির্ধারিত) হওয়ায় তাঁর মাসিক নীট পেনশনের পরিমাণ হবে (১৫,০০০×৮০%)÷২=৬,০০০ টাকা। জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৫ অনুযায়ী মাসিক ১০০১ টাকা হতে তদূর্ধ্ব পরিমাণ নীট পেনশন গ্রহণকারীর মাসিক পেনশন ২৫% হারে বৃদ্ধি হওয়ায় তাঁর মাসিক নীট পেনশন হবে ৬,০০০+(৬০০০×২৫%)=৭,৫০০ টাকা। আবার জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ অনুযায়ী ৬৫ বছর উর্ধ্ব বয়সের পেনশনভোগীর নীট পেনশনের পরিমাণ ৫০% বৃদ্ধি হওয়ায় তাঁর মাসিক নীট পেনশন হবে ৭,৫০০+(৭,৫০০×৫০%)=১১,২৫০ টাকা। জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ অনুযায়ী ৬৫ বছর উর্ধ্ব বয়সের অবসরভোগীর নীট পেনশনের পরিমাণ ৫০% বৃদ্ধি হওয়ায় ০১-০৭-২০১৭ তারিখে তাঁর মাসিক নীট পেনশন হবে ১১,২৫০+(১১,২৫০×৫০%)=১৬,৮৭৫ টাকা। সুতরাং ২০০২ সালের ৩০শে জুন বা তার পূর্বে এলপিআর শেষ হয়েছে ১নং গ্রেডের এমন শতভাগ পেনশন সমর্পণকারী অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীর ০১-০৭-২০১৭ তারিখে মাসিক নীট পেনশন হবে ১৬,৮৭৫ টাকা।

(গ) নিয়মিত পেনশনারগণের ন্যায় শতভাগ পেনশন সমর্পণকারী অবসরভোগীগণেরও ন্যূনতম মাসিক পেনশন হবে ৩,০০০ (তিন হাজার) টাকা।

(ঘ) শতভাগ পেনশন সমর্পণকারী অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীর ০১-০৭-২০১৭ তারিখে বা তার পরবর্তী সময়ে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) যে পেনশন নির্ধারিত হবে তার উপর প্রতিবছর ১ জুলাই তারিখে ৫% হারে বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট প্রদেয় হবে।

উদাহরণ: উপরের উদাহরণের ১নং গ্রেডের কর্মচারীর ০১-০৭-২০১৭ তারিখে মাসিক নীট পেনশনের পরিমাণ ১৬,৮৭৫ টাকা। প্রতিবছর ১ জুলাই তারিখে ৫% হারে বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট প্রদেয় হওয়ায় ০১-০৭-২০১৮ তারিখে তাঁর মাসিক নীট পেনশন হবে ১৬,৮৭৫+(১৬,৮৭৫×৫%)=১৭,৭১৮.৭৫ টাকা।

২। পেনশন পুনঃস্থাপনের উক্ত সুবিধা ০১-০৭-২০১৭ তারিখ থেকে কার্যকর হবে। তবে ০১-০৭-২০১৭ তারিখের পূর্বের কোন আর্থিক সুবিধা প্রদেয় হবে না।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

স্বাক্ষরিত/-
(মোঃ শাহজাহান)
অতিরিক্ত সচিব

পরবর্তীতে এ সম্পর্কিত সর্বশেষ প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা কার্যালয় হতে একটি চিঠি এবং পুনস্থাপিত পেনশনার তথ্য ফরম প্রকাশ করেছে যা অত্র সমিতির প্রশাসন শাখায় সংরক্ষণ আছে এবং সমিতির ওয়েবসাইটে (www.brgewa.com) প্রকাশ করা হয়েছে।

ঈদ পুনর্মিলনী

বিগত ১৬ জুলাই, ২০১৮ তারিখে অত্র সমিতির ঈদ পুনর্মিলনী- ২০১৮ এর অনুষ্ঠান অবসর ভবনের নিচতলায় অনুষ্ঠিত হয়। ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানের শুরুতে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সমিতির মহাসচিব জনাব মোঃ আবদুল কাইউম ঠাকুর এবং বিনোদন ও সাংস্কৃতিক উপ-কমিটির চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আজাদ রহমান। এরপরই শুরু হয় গান, কবিতা ও কৌতুক পরিবেশনা। শ্রোতৃবৃন্দকে মনোমুগ্ধ করে রাখে সমিতির সদস্য ও সদস্যদের আত্মীয়স্বজন শিল্পীগণ যথাক্রমে জনাব লুৎফর রহমান জোয়ার্দার, জনাব ফেরদৌস পারভীন, জনাব মোঃ আবুল কাশেম, জনাব হৃদয় রঞ্জন বিশি, মারুফা জান্নাত, জনাব দিলীর জামান ইভান, জনাব এ, কে, এম হাসান জামাল, জনাব শাহজাহান পাটোয়ারী, জনাব আজাদ রহমান, খাদিজা মহসীন, জনাব জেড আই খান ও মিতুল। অনুষ্ঠানে সঙ্গীতপ্রিয় ভক্তদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়। অনুষ্ঠানে সঞ্চালনের দায়িত্ব পালন করেন সমিতির আজীবন সদস্য জনাব মোহনী মোহন চক্রবর্তী।

রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী- ২০১৮

বিগত ৯ জুলাই, ২০১৮ তারিখে অত্র সমিতির রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী - ২০১৮ এর অনুষ্ঠান অবসর ভবনের (সুগন্ধা কমিউনিটি সেন্টার) নিচতলায় অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সমিতির মহাসচিব জনাব মোঃ আবদুল কাইউম ঠাকুর এবং বিনোদন ও সাংস্কৃতিক উপ-কমিটির চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আজাদ রহমান। রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী অনুষ্ঠানে দেশের বিখ্যাত রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী জনাব কাদেরী কিবরিয়া ও জনাব রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা এবং নজরুল সঙ্গীত শিল্পী ড. পদ্মিনী দে ও ড. অসিত রায় সঙ্গীত পরিবেশনা করেন। সঙ্গীতের ভবনে শ্রোতৃবৃন্দগণ হারিয়ে যায় কিছুক্ষণ। অনুষ্ঠানে সঙ্গীতপ্রিয় ভক্তদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়। অনুষ্ঠানে সঞ্চালনের দায়িত্ব পালন করেন সমিতির আজীবন সদস্য জনাব মোহনী মোহন চক্রবর্তী।

উপ-কমিটিসমূহের সভা

৭ এর পাতার পর

পক্ষ হতে টাঃ ৩,০০,০০০/-(তিন লক্ষ) জমা দেয়া হয়। এ ফান্ডে প্রতি বছর জমার পরিমান কিছুটা বৃদ্ধি করা হলে নিয়মিত কর্মচারীগণকে প্রতি বছর চাকুরীর জন্য ৩ (তিন) মাসের বেতনের সমপরিমান অর্থ আনুতোষিক হিসেবে প্রদান করা যাবে এবং এতে অর্থের কোন ঘাটতি হবে না মর্মে সভাকে অবহিত করা হয়। কারণ নিয়মিত কর্মচারীগণের অবসরের সময়সীমা অনুযায়ী বেশ কয়েক বছর অন্তর অন্তর (৫ থেকে ৬ বছর) এ অর্থের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিবে। বাংলাদেশ স্কাউটসহ অনেক স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান উক্ত নিয়মে কর্মচারীগণকে প্রতি বছর চাকুরীর জন্য ৩ (তিন) মাসের মূল বেতনের সমপরিমান অর্থ আনুতোষিক হিসেবে প্রদান করছে। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে সমিতির বর্তমান আর্থিক সামর্থ্য বিবেচনায় প্রতি বছর চাকরির জন্য ৩ (তিন) মাসের বেতনের সমপরিমান অর্থ আনুতোষিক প্রদানের লক্ষ্যে আনুতোষিক ফান্ডে প্রতি বছর বাজেটে ৫ লক্ষ টাকা উক্ত খাতে বরাদ্দ করে কর্মচারীদের প্রার্থীত প্রতি বছর চাকুরীর জন্য ৩ (তিন) মাসের বেতনের সমপরিমান অর্থ আনুতোষিক প্রদানের সুপারিশ করে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সভায় আরও উল্লেখ করা হয় যে বর্তমানে সমিতির নিয়মিত কর্মচারীদের জন্য একটি কন্ট্রিবিউটারী ভবিষ্য তহবিল রয়েছে। উক্ত তহবিলে কর্মচারীগণ মূল বেতনের ৫% হারে অর্থ জমা প্রদান করে থাকে এবং সমিতির পক্ষ হতেও ৫% অর্থ প্রদান করা হয়। নিয়মিত কর্মচারীগণ আর্থিক নিরপত্তার জন্য ভবিষ্য তহবিলে জমা প্রদানের অর্থের পরিমান ৫% হতে ১০% উন্নীত করার আবেদন করেছেন। বর্তমানে বাজেটে উক্ত খাতে ৬,০০,০০০/-(ছয় লক্ষ) টাকা বরাদ্দ আছে। ভবিষ্য তহবিল ১০% টাকায় উন্নীতকরণের বিষয়ে পর্যালোচনান্তে যেহেতু বর্তমানে আনুতোষিকের পরিমান বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়েছে সেহেতু এ পর্যায়ে ভবিষ্য তহবিলের অর্থের পরিমান উন্নীত না করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সভায় বিবিধ আলোচনাকালে বর্তমানে সমিতির পুরাতন ভবনের তৃতীয় তলার পূর্বাংশ দীর্ঘদিন পর্যন্ত ভাড়া দেয়া সম্ভব হয়নি। সম্প্রতি উক্ত ফ্লোরটি আগষ্ট, ২০১৮ মাস হতে কোডারস ট্রাস্ট বাংলাদেশ এর নিকট ভাড়া দেয়া হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন ভাড়াটিয়ার নিকট হতে ভাড়া আদায় বিগত মাস পর্যন্ত হালনাগাদ করায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। ভবিষ্যতেও ভাড়া আদায় হালনাগাদ করার বিষয়টি গুরুত্বসহকারে নজর রাখার জন্য সংশ্লিষ্টদের পরামর্শ প্রদান করা হয় এবং সভায় কমিটির সদস্য জনাব জয়নুল আবেদীন ইন্তেকাল করায় তার স্থলে সমিতির আজীবন সদস্য ড. মোঃ ওমর ফারুক খানকে (আ- ২৬২০) সদস্য হিসাবে সহযোজনের সুপারিশ করে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।